সংবাদ

তারিখ 12 FEB 2005
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

তিন পার্বত্য জেলায় এক লাখ শিশুর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

প্রতিনিধি, রা

বাগড়াছ [illegible] মাটি ও বান্দরবান- এ তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য [illegible] উন্নয়ন বোর্ড ও ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্র[illegible]র মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ অস[illegible] শিশুকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। তিন পার্ব[illegible] জেলায় এই প্রকল্পের ২ হাজার ২২০টি পাড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের স্কুলে [illegible] উপযোগী করার পাশাপাশি পার্বত্য [illegible] শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃব্যবস্থা, পুষ্টি, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও প্রা[illegible] প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত (ইসিডি) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

তিন পার্বত্য জে[illegible] ৫টি উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে পরিচালিত এসব পাড়া কেন্দ্রের শিক্ষিকারা মাসে ৫০০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। এসব পাড়া কর্মী বা শিক্ষ[illegible] মাধ্যমে ডায়রিয়া, বিশুদ্ধ পানি, মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য, টিকাদানসহ মিশ্র ফলের বাগান সৃষ্টি করার

ও রামগড়

বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে।

১৯৮২-৮৫ সালে প্রথমবারের মতো এই প্রকল্পটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করা হয়। পরবর্তীতে এই প্রকল্পটি ১৯৮৫-৯৫ সালে বাস্তবায়িত হয় এবং বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৫-২০০৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

দোহাজারী (চট্টগ্রাম) : দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বাজালিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-বান্দরবান সড়কের এ ব্রিজটি ১৯৯৭ সালের প্রলয়ঙ্করি বন্যার পানির তোড়ে ভেঙে যায়। এরপর দীর্ঘ ৭ বছরও ব্রিজটি পুনর্নির্মাণে হাত দেয়া হচ্ছে না। ফলে প্রতিনিয়ত ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। ভাঙা ব্রিজটির পাশে যানবাহন চলাচলের জন্য একটি বিকল্প বেইলি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল, যা ইতোমধ্যে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। জোড়াতালি দিয়ে বেইলি ব্রিজটি সচল রাখার চেষ্টা করা হলেও স্থায়ীভাবে ব্রিজটি নির্মাণে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।